بسم اللہ الرحمن الرحیم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৯শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় হুদায়বিয়ার সন্ধির অবশিষ্ট ঘটনাবলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং এর উত্তম পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাবলি বর্ণনা করা হচ্ছে। এর বিশদ বিবরণে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) রাতে তাঁর সাহাবীদের পাহাড়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী প্রতি রাতে তিনজন সাহাবী পালাক্রমে টহল দিতেন। এক রাতে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি মিকরায বিন হাফ্যের নেতৃত্বে কুরাইশের ৪০-৫০ জনের একটি দলকে দেখে ফেলেন যারা মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল এবং তাদের পাকড়াও করেন, তবে মিকরায পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এরপর মুসলমানদের একটি দলও মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত উসমান (রা.)-র নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মক্কায় গিয়েছিল। তারাও কুরাইশের হাতে আটক হয় এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র হাতে কুরাইশের ধরা পড়ার বিষয়টি মক্কাবাসীদের অবগত করে। অতঃপর কুরাইশরা সুহায়েলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। হুযূর (সা.) সুহায়েলকে দেখে বলেন, তার মাধ্যমে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। পরে মহানবী (সা.) সুহায়েলের সাথে কথা বলে হযরত উসমান (রা.) এবং অবশিষ্ট বন্দি সাহাবীদেরকে ছেড়ে দেয়ার শর্তে বন্দি কুরাইশদেরও মুক্ত করে দেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার কথা শুনে মুসলমানরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন যা বয়আতে রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। কাজেই কুরাইশরা যখন জানতে পারে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ অঙ্গীকার করেছে তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধি করাকেই শ্রেয় মনে করে। সে অনুযায়ী কুরাইশের পক্ষ থেকে পুনরায় সুহায়েলকে প্রেরণ করা হয়। মহানবী (সা.) সুহায়েলের সাথে আলোচনার পর তাঁর সচিব হযরত আলী (রা.)-কে সন্ধিচুক্তি লিখতে বলেন। হযরত আলী (রা.) সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় প্রথমে **বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম** লিখেন। সুহায়েল সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু কুরাইশের অধিকার ও মক্কাবাসীর মর্যাদা রক্ষার বিষয়েও সে খুব তৎপর থাকতে চেয়েছিল। তাই সুহায়েল বলে, আমরা **রহমান আর রহীম** সম্পর্কে জানি না। এ স্থলে **বিসমিকা আল্লাহুম্মা** লিখো। একথা শুনে মুসলমানদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগে এবং তারা এটি পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে শান্ত করেন এবং সুহায়েলের প্রস্তাবিত বাক্যটিই লিখতে বলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, এটি সেই চুক্তি যা **মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্** (সা.) করছেন। সুহায়েল পুনরায় একথা বলে বাঁধা দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ শব্দ আমরা লিখতে দিবো না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে মেনেই নেই তবে তো সমস্ত বিতর্কই শেষ। কাজেই আপনি কেবল **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্** লিখুন। এটি শুনে হযরত আলী (রা.) উত্তেজিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার নাম মুছতে পারব না। তখন মহানবী (সা.) নিজে হযরত আলী (রা.)-র কাছ থেকে সেই কাগজটি নিয়ে তা কেটে স্বহস্তে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ লিখে দেন। এরপর সন্ধিচুক্তিতে মুসলমানদেরকে পরবর্তী বছর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে দেয়ার শর্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর সুহায়েল বলে, এ সময় যদি কোনো মক্কার অধিবাসী মুসলমান হয়ে আপনাদের কাছে মদীনায় যায় তাহলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। একথা শুনে মুসলমানরা বলে উঠে, এটি

কীভাবে হতে পারে, একজন মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে আসবে আর আমরা তাকে ফেরত পাঠাবো? যাহোক, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথাই চুক্তিতে লেখা হচ্ছিল। ঠিক তখনই সুহায়েলের পুত্র **আবু জান্দল** (রা.) মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর সাথে যাওয়ার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হন আর মুসলমানরা তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু সুহায়েল বলে, এটিও সন্ধির একটি শর্ত, তাই আপনারা তাকে আমার হাতে সোর্পদ করুন। মহানবী (সা.) দুবার তার জন্য সুপারিশ করেন, তথাপি সুহায়েল তাতে সম্মত হয় নি। অতঃপর জান্দল (রা.) ইসলাম গ্রহণের কারণে তার প্রতি নিপীড়ন ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) এটি দেখে উচ্চৈঃস্বরে তাকে বলেন, হে আবু জান্দল! ধৈর্য ধারণ করো এবং আশা রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য মুক্তির পথ উন্মোচন করবেন। আমরা তোমার জাতির সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছি তা ভঙ্গ করতে পারি না।

এ সময় পুরো ঘটনা দেখে হযরত উমর (রা.) উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। কেন নয়? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতি এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামি নয়? মহানবী (সা.) বলেন, অবশ্যই, কেন নয়? তাহলে আপনি যে সন্ধি করছেন তাতে নিজ ধর্মের বিষয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করছেন কেন? আমরা কি এভাবেই বিফল মনোরথ হয়ে ফেরত যাব? মহানবী (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্যতা করি না এবং তিনি আমাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না আর তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি কি আমাদেরকে কাবা প্রদক্ষিণের কথা বলেন নি? তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলেছি যে, এ বছরই আমরা কাবা প্রদক্ষিণ করব? অবশ্যই তুমি কাবা প্রদক্ষিণ করবে। অতঃপর হযরত উমর (রা.) নীরব হয়ে ফেরত চলে যান এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে একই প্রশ্ন করতে থাকেন আর হযরত আবু বকর (রা.)ও একইভাবে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। হযরত উমর (রা.) পরবর্তীতে সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই অনুতপ্ত হন এবং অনেক সৎকর্ম করেন, অর্থাৎ নফল রোযা, ইবাদত, সদকা এবং ক্রীতদাস মুক্ত করনে যেন এ বিষয়ে ক্ষমা লাভ করেন। যাহোক, অনেক তর্কবিতর্কের পর সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্পন্ন হয় আর মহানবী (সা.) প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তাদের দাবি মেনে নেন এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। উপরোক্ত শর্তাবলির সাথে এটিও অন্তর্ভূক্ত ছিল যে, আরবের কোনো গোত্র চাইলে মুসলমানদের মিত্র হতে পারে আবার চাইলে মক্কাবাসীরও মিত্র হতে পারে। পরিশেষে উপসংহারে লিপিবদ্ধ হয়, **এ চুক্তি দশ বছরের জন্য হবে। এ সময়ে কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।** এ সন্ধিচুক্তির একটি কপি সুহায়েল নিয়ে যায় এবং আরেকটি কপি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে থাকে। সাক্ষী হিসেবে দুই দলের নির্ধারিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ সাক্ষর প্রদান করেন।

সুহায়েল ফেরত যাওয়ার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উঠতে বলেন এবং সেখানেই কুরবানীর পশু জবাই করে মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সাহাবা (রা.) নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন, কেননা তারা নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন যে, এ বছরই কাবা প্রদক্ষিণ করে যাবেন। তাই মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে সেখানেই কুরবানী করতে বলেন তখন কোনো সাহাবী-ই সেখান থেকে নড়ছিলেন না। এটি এ কারণে নয় যে, তারা মহানবী (সা.)-এর অবাধ্যতা করেছিলেন, বরং কষ্ট ও লাঞ্ছনার ব্যথায় তারা নিজেদের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

ফেলেছিলেন। এরপর মহানবী (সা.) নিজের তাবুতে চলে যান। তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা.) তাঁকে বলেন, প্রথমে আপনি নিজে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করুন এবং পশু কুরবানী করুন। তাহলে সাহাবীরাও আপনাকে দেখে এর অনুসরণ করবে। এ পরামর্শ শুনে মহানবী (সা.) যখন হুদায়বিয়ার প্রান্তরে নিজের পশু কুরবানী করেন তখন সাহাবীরাও তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং উন্মাদের ন্যায় নিজেদের পশু কুরবানী করেন এবং মাথা মুণ্ডন করতে আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.) নিজের তাঁবু থেকে মুখ বের করে তিনবার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। তিনি (সা.) ঐদিন ৭০টি পশু কুরবানী করেছিলেন। এক বর্ণনানুসারে মহানবী (সা.) সেখানে ১৯ দিন এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে ২০ রাত অবস্থান করেছেন।

হুদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফেরত আসার সময় **উসফান**—এর নিকটবর্তী স্থান **কুরাউল গানীম**-এ পৌঁছে মহানবী (সা.) সাহাবীদের একত্রিত করে বলেন, আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা (অর্থাৎ সূরা ফাতহ্) অবতীর্ণ হয়েছে। এটি আমার কাছে পৃথিবীর সকল বস্তু থেকে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। এরপর মহানবী (সা.) সূরা ফাতহ্র ২-৪নং এবং ২৮নং আয়াত সাহাবীদেরকে পাঠ করে শোনান। তখন কতিপয় সাহাবী যাদের মনে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে না পারার মর্মবেদনা ছিল তারা বলেন, এটি কীভাবে বিজয় হলো? এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেন এবং প্রভাববিস্তারী সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য প্রদান করেন। এতে তিনি (সা.) বলেন, **গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! এই সন্ধি আমাদের জন্য প্রকৃতই একটি মহান বিজয়, কেননা কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এখন তারা নিজেরাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শান্তিচুক্তি করেছে আর আগামী বছর আমাদেরকে মক্কায় নিরাপদে তওয়াফ করতে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। আগামী বছর আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করব, এটি কি আমাদের জন্য সুস্পষ্ট মহান বিজয় নয়? অথচ তারা উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধে তোমাদের সাথে কী করেছিল তা কি তোমরা ভুলে গেছো? আর তখন তোমাদের কী অবস্থা হয়েছিল সেটিও ভুলে গেছো? অথচ আজকে তারা নিজে থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করছে; এটি কি সুস্পষ্ট মহান বিজয় নয়?** তখন সাহাবীরা অনুতপ্ত হন এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন আর এটি মেনে নেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি আমাদের জন্য আল্লাহ্র ঘোষণা অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট সুমহান বিজয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আল্লাহ তা'লা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে ফাতহে মুবীন বা সুস্পষ্ট বিজয় নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিজয়ের বিষয়টি অধিকাংশ সাহাবীও বুঝতে পারেন নি এবং এ বিজয়ের বিষয়টি অনুধাবন না করার কারণে কতিপয় মুনাফিক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, এতে অনেক সুক্ষ্ম বিষয় সুপ্ত থাকা সত্ত্বেও এটি একটি সুস্পষ্ট মহান বিজয় ছিল।'** পরিশেষে হুযুর (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)